টিয়া ও টফি'র বন্ধুত্ব

মাহবীর মুরাদ

৬-৭ বছর বয়সি
শিশুদের জন্য

টিয়া নামের একটি ছোট্ট মেয়ের গল্প...
সে ছিল খুবই দয়ালু। একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সে একটি আহত কুকুরকে দেখতে পেল। কুকুরটা ভয়ে কাঁপছিল, আর তার পা গড়িয়ে পড়ছিল লাল রক্ত! কুকুরটিকে দেখে টিয়া'র খুব কষ্ট হলো। তাই, সে তাড়াতাড়ি কুকুরটিকে বাড়িতে নিয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে কুকুরটির পা পরিষ্কার করে দিল।
মা ও বাবার সাহায্য নিয়ে ওর সেবা করল।
আর কুকুরটার নাম রাখল ‘টফি’।

টফি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। এদিকে টিয়া আর টফির মধ্যে গড়ে উঠল গভীর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা।
প্রতিদিন তারা একসাথে খেলত, দৌড়াত, গল্প করত।

একদিন বিকেলে টিয়া পার্কে খেলছিল। এ সময় হঠাৎ সে একটা ঝোপের পাশে পড়ে গেল। পায়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। তখন টফি ছিল একটু দূরে। চারপাশে আর কেউ ছিল না।

টিয়া ভয় পেয়ে যায়।
ঠিক তখনই টফি ছুটে এলো।
সে টিয়া'র পাশে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

একজন পথচারী টফি'র চিৎকার আর
ছোটাছুটি দেখে কাছে আসে।
সে টিয়াকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

একটু সুস্থ হতেই টিয়া তার বাসার লনে কান্না-ভেজা চোখ নিয়ে টফিকে জড়িয়ে ধরে। তখন পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের এই কাণ্ড দেখছিল টিয়া'র বাবা-মা।

সেদিন তারা বুঝল, টফি
আসলেই এক কৃতজ্ঞ বন্ধু, যে
টিয়াকে তার উপকারের প্রতিদান দিয়েছে।
টিয়া'র মা বললেন, "দেখেছ?
উপকারীর উপকার কখনো
ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"
টিয়া হেসে বলল,
"টফি কখনোই
ভোলে না!"

এখন তারা এমনই
বন্ধু যে, কেউ
কাউকে ছাড়ে না।
কারণ, টফি টিয়া'র
বিপদের বন্ধু।
আর টিয়া টফি'র
প্রথম ভালোবাসা।

নৈতিক শিক্ষা :
"উপকারীর উপকার কখনো ভুলতে হয় না।"

-সমাপ্ত-